ছোটোদের নবি সিরিজ ০১

আদম

আলাইহিস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

আদম আলাইহিস সালাম

জিন আর ফেরেশতা

সে অনেক অনেক দিন আগের কথা।

পৃথিবীতে তখন কোনো মানুষ ছিল না। আর থাকবেই-বা কী করে, মানুষের যে তখন সৃষ্টিই হয়নি!

আল্লাহ মানুষের আগে ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন জিন। ফেরেশতারা নুরের তৈরি। তাঁরা সব সময় আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যস্ত থাকেন। আল্লাহর আদেশের বাইরে তাঁরা কিছুই করেন না। ফেরেশতাদের সংখ্যা যে কত, তা তোমরা চিন্তাও করতে পারবে না। আচ্ছা, তোমাদের একটা ধারণা দিই।

তোমরা কি জানো, আকাশের মোট সাতটা স্তর আছে?

আমরা আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাই, আকাশটা কত বিশাল, তাই না? কিন্তু আকাশের এখানেই শেষ নয়। তার ওপরে আরও আকাশ আছে। আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজের রাতে সেই সাত আকাশ পাড়ি দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেই গল্প নাহয় অন্যদিন করব।

কাবা শরিফ তো চেনো সবাই। তার আরেক নাম বায়তুল্লাহ; মানে আল্লাহর ঘর। বায়তুল্লাহ বরাবর ঠিক ওপরে সপ্তম আকাশে আরও একটা ঘর আছে। সে ঘরের নাম বায়তুল মামুর। বায়তুল মামুরে প্রতিদিন ৭০,০০০ ফেরেশতা আল্লাহর ইবাদত করেন। একবার যারা আসেন, তাঁরা দ্বিতীয়বার আর কখনোই আসেন না। কিয়ামত পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে। তাহলে ভেবে দেখ তো, ফেরেশতাদের সংখ্যা কত হবে!

তা ছাড়া প্রতিটি মানুষের সাথেই কয়েকজন করে ফেরেশতা আছেন। এর মধ্যে কিছু ফেরেশতা আমাদের জিন, শয়তান ও নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে বাঁচতে সাহায্য করেন।

ছোটোদের নবি সিরিজ ০২

সামছুর রহমান ওমর

নুহ ও হুদ

আলাইহিমাস সালাম

নুহ আলাইহিস সালাম

আমরা আদম আলাইহিস সালামের গল্প শুনলাম। এবার চলো, আদম আলাইহিস সালামের গল্প শোনা যাক।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছো, এ আবার কেমন কথা। আদমের গল্প শেষে আবার আদমের গল্প শুরু... কোথাও কোনো ভুল হচ্ছে না তো!

উহু! ভুল নয়। আসলেই আদমের গল্প শুনব আমরা; তবে দ্বিতীয় আদমের গল্প।

আল্লাহর একজন নবি ছিলেন। তাঁর নাম নুহ আলাইহিস সালাম। তাঁকে দ্বিতীয় আদমও বলা হয়। দ্বিতীয় আদম কেন? আমরা একটু পরেই জানব সে কথা ।

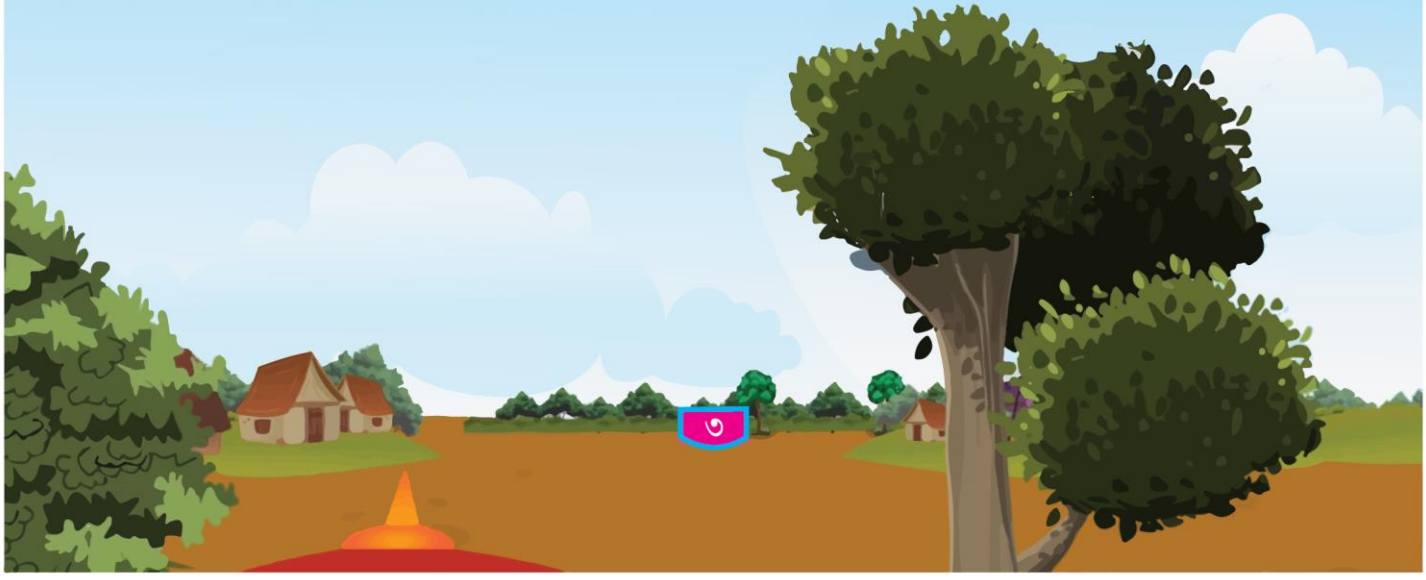

হুদ আলাইহিস সালাম

আচ্ছা বলো তো, তোমরা কে কত বড়ো বিল্ডিং দেখেছ?

আমাদের ছোটোবেলায় সর্বোচ্চ বড়ো বিল্ডিং দেখেছিলাম তিন/চারতলা। তখন তো বেশিরভাগ মানুষের বাড়ি ছিল হয়তো টিনের, নয়তো ছনের। অনেক গ্রামে কিছু কিছু মাটির ঘরও ছিল। একতলা বিল্ডিং ছিল হাতেগোনা দুই-একটা।

যারা বিল্ডিং-এ থাকত, অন্যরা তাদের ঈর্ষার চোখে দেখত। ভাবত, ইস! ওরা কত বড়োলোক!

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৩

লূত ও শুয়াইব

আলাইহিমাস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

লুত আলাইহিস সালাম

এবার আমরা জানব লুত আলাইহিস সালামের কাহিনি।

লুত নামটা নিশ্চয় তোমাদের কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে, তাই না? বলো তো, এই নাম আমরা কোথায় শুনেছি?

হুম, ঠিক ধরেছ। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের গল্পেই আমরা জেনেছি, লুত আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম-এর ভাতিজা। তার মানে, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ছিলেন নবি লুত আলাইহিস সালাম-এর চাচা।

আগুনের কুণ্ডলী থেকে বের হওয়ার পরে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লুত আলাইহিমাস সালাম ব্যাবিলন ছেড়ে বের হয়ে এসেছিলেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যান ফিলিস্তিনের দিকে, আর লুত আলাইহিস সালাম গিয়েছিলেন বর্তমান জর্ডানের দিকে।

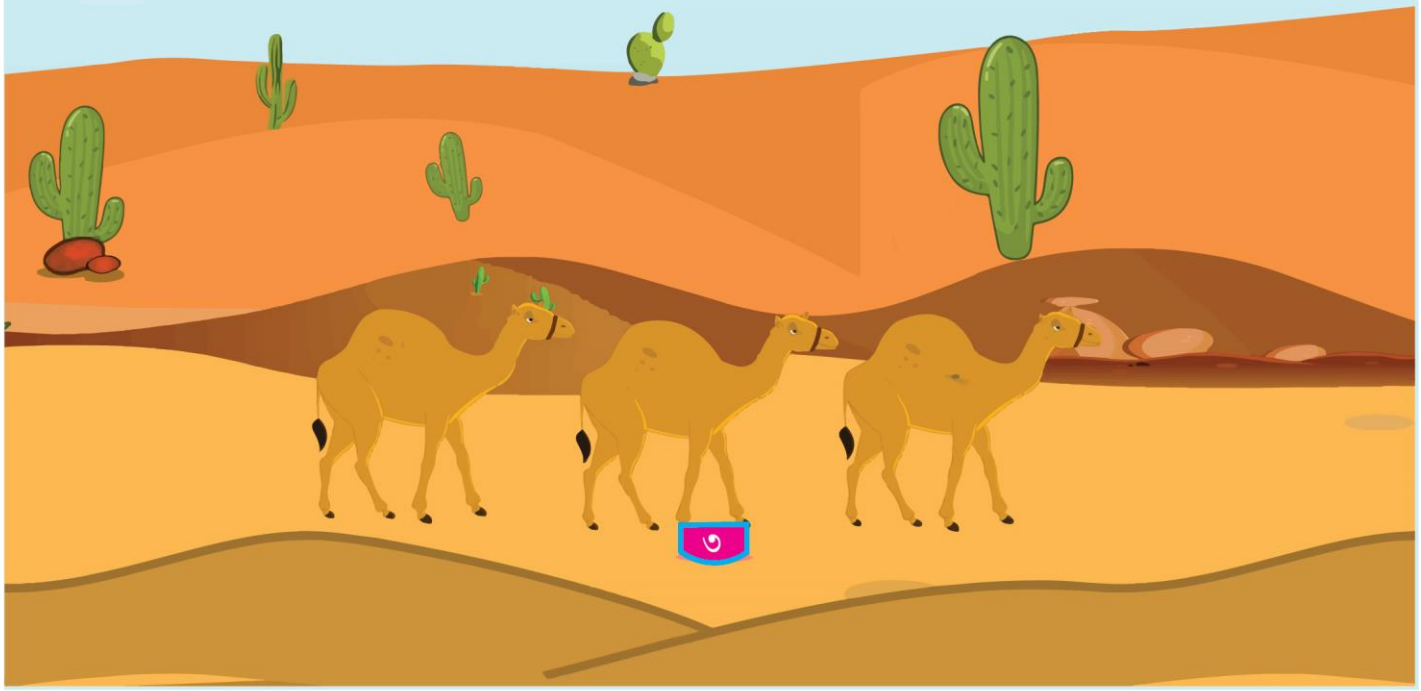

শোয়াইব আলাইহিস সালাম

সেদিন পত্রিকায় একটা খবর দেখলাম।

পুলিশ এসে এক দোকানদারকে জরিমানা করেছে। পুড়িয়ে দিয়েছে তার সব মিষ্টির প্যাকেট।

দুষ্ট লোকটা বিক্রির সময় যে প্যাকেট দিত, তার ওজনই ২০০ গ্রাম। কী সাংঘাতিক!

অর্থাৎ তুমি এক কেজি মিষ্টি কিনতে গেলে পাবে মাত্র ৮০০ গ্রাম। ধরো মিষ্টির দাম ২০০ টাকা, তাহলে প্রতি কেজিতে দোকানদার ৪০ টাকা মেরে দিচ্ছে। এমনভাবে কাজটা করছে, তুমি ধরতেও পারবে না।

আরও অনেককেই দেখবে, এভাবে ওজনে চুরি করে। ওজন মাপতে কেউ মিটার ব্যবহার করে, কেউ করে দাঁড়িপাল্লা। যারা দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে, তাদের অনেকের এক কেজি ওজনের বাটখারা আসলে ৯০০ গ্রামের। প্রতি কেজিতে মানুষ ১০০ গ্রাম কম পায়।

এসব মানুষ আল্লাহকে ভয় করে না। তাইতো ওজনে কম দেয়। মানুষদের ঠকায়। ওজনে কম দেওয়া অত্যন্ত খারাপ কাজ। তোমরা কি জানো, ওজনে কম দেওয়ার কারণে আল্লাহ একটা জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন?

চলো, সেই জাতির কাহিনি শোনা যাক–

বর্তমান সৌদি আরব আর জর্ডানের কাছে একটা শহর ছিল মাদিয়ান। মাদিয়ানের পাশে ছিল একটা বন। তার নাম আইকা। সে বনে অনেক গাছ-গাছালি ছিল।

মাদিয়ানের মানুষজন বিশাল একটা গাছের পূজা করত। তার নাম ছিল আইকা। এই আইকা গাছের নামেই সেই বনের নাম।

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৪

সালেহ ও আইয়ুব

আলাইহিমাস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

সালেহ আলাইহিস সালাম

কুরবানির ঈদের সময় একটা জিনিস আমার খুব মজা লাগে।

ঈদের হাটভর্তি গরু আর ছাগল। ঈদের কয়েক দিন আগ থেকে মানুষ হাটে যাওয়া শুরু করে। কেউ দরদাম করে, কেউ ঘুরেফিরে দেখে। যাদের পশু পছন্দ হয়, তারা গরুর রশি হাতে পেঁচিয়ে বীরদর্পে বাড়ি ফিরে আসে। মুখে থাকে রাজ্যজয়ের হাসি।

আইয়ুব আলাইহিস সালাম

মাঝে মাঝে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

সেদিন পত্রিকায় দেখি, ছোটো ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে। এই ধরো, বয়স পাঁচ-ছয় বছর। বাচ্চাটার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। ছোটো মানুষ। কী যে কষ্ট পাচ্ছে!

এ রকম আরও কত মানুষ কত কষ্ট পাচ্ছে। কেউ ঠিকমতো খেতে পারছে না। কারও ভালো কোনো জামা নেই। কেউ অভাবের কারণে পড়াশোনা করতে পারছে না।

দেখলে খুব খারাপ লাগে, কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষের এত কষ্ট কেন?

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৫

ইবরাহিম
আলাইহিস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

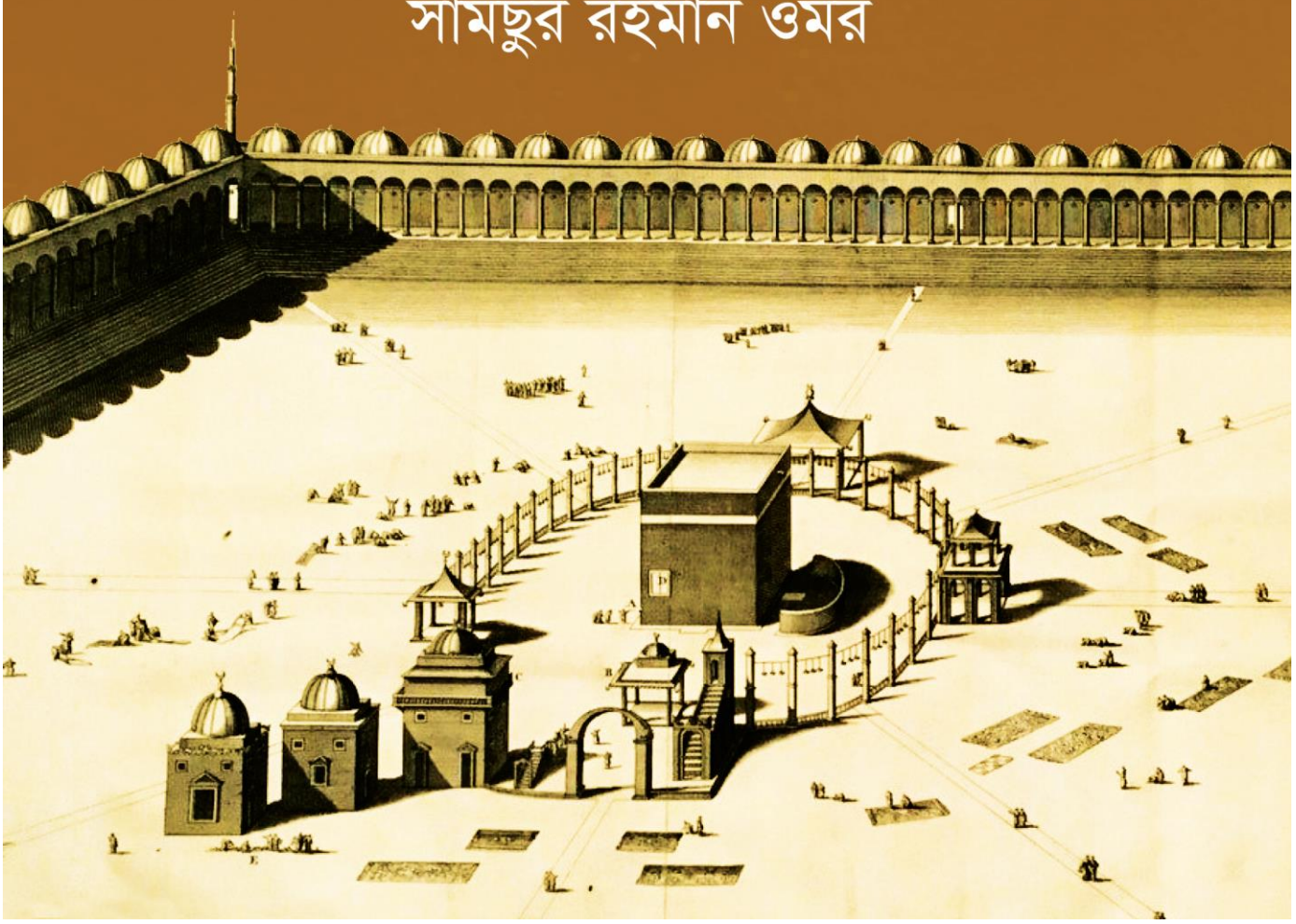

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম

কে আমার রব

এক দেশে ছিল এক রাজা।

আচ্ছা, দাঁড়াও। তোমাদের আগে সেই রাজা আর দেশের নাম বলে নিই।

তোমরা অনেকেই নিশ্চয় ইরাকের নাম শুনেছো। এটি সৌদি আরবের পাশেই আরেকটা দেশ। এই ইরাকের একটা জায়গার নাম ছিল ব্যাবিলন। কোনো একসময় ব্যাবিলন জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অনেক উন্নত ছিল। পৃথিবীতে সেরা কয়েকটি সভ্যতার মধ্যে ব্যাবিলন ছিল একটি।

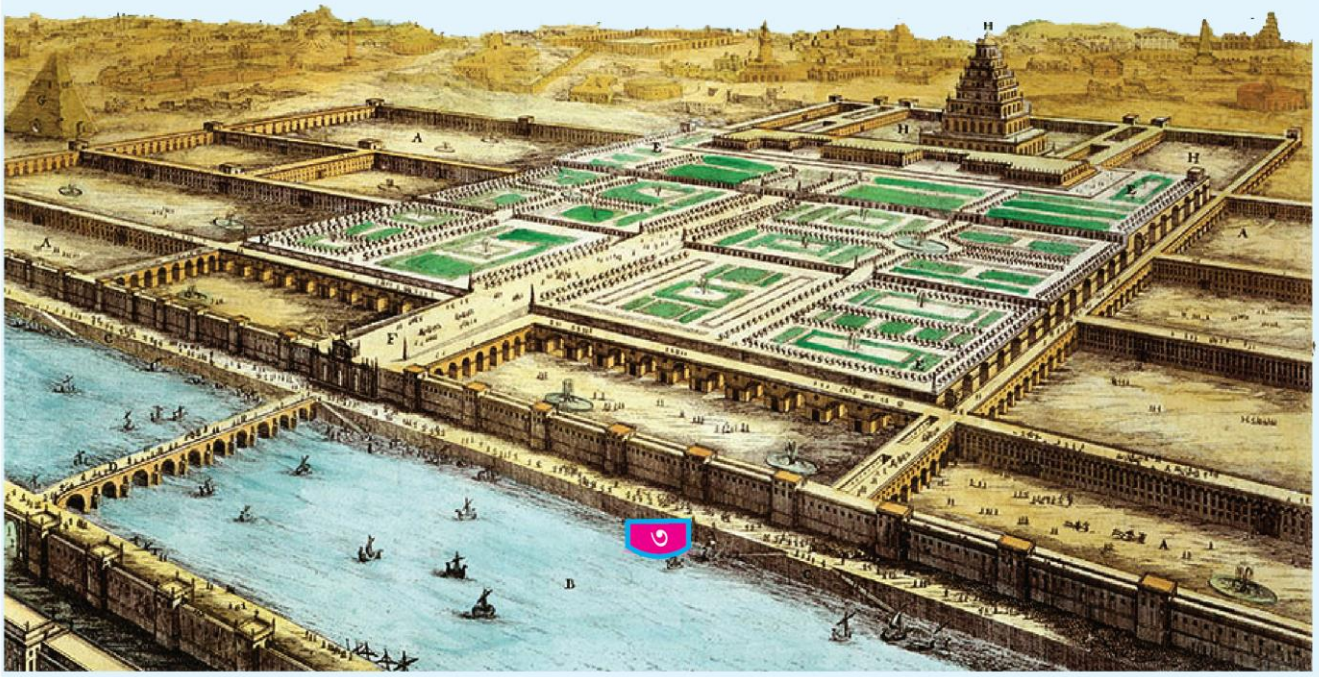

জমজম কূপ

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম চলে গেলেন। বিজন মরুভূমিতে হাজেরা আলাইহিস সালাম তখন পুত্র ইসমাইলকে নিয়ে একা। তাঁদের সাথে খাবার বলতে এক কলসি পানি আর মাত্র কয়েকটা খেজুর। কয়েক দিন পরে সেগুলোও শেষ হয়ে গেল।

হাজেরা আলাইহিস সালাম দেখলেন, পুত্র ইসমাইল পানির জন্য কাঁদছেন। তৃষ্ণায় তিনি নিজেও ছটফট করছিলেন। কিন্তু পানি পাবেন কোথায়? যত দূর চোখ যায়, শুধু বালি আর বালি। তিনি পানির জন্য একবার এদিকে ছুটে যান, আরেকবার ওদিকে ছোটেন।

পাশেই ছিল দুটো পাহাড়। একটির নাম সাফা, অন্যটির নাম মারওয়া। হাজেরা আলাইহিস সালাম একবার এ পাহাড়ে যান, আবার ওই পাহাড়ে। পাহাড়ের ওপরে উঠে অনেক দূরে তাকিয়ে দেখেন। খুঁজতে থাকেন, কোথাও কোনো মানুষ দেখা যায় কি না। এভাবে সাত বার দুই পাহাড়ে তিনি ছোটাছুটি করেছিলেন।

আজও হাজিরা যখন হজ করতে যায়, তাঁরা এই দুই পাহাড়ের মাঝে দৌড়াদৌড়ি করেন। বিবি হাজেরার সেই কষ্টের স্মরণে আল্লাহ আজীবন এই ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। এভাবে সাফা পাহাড় থেকে মারওয়া পাহাড়ে ছুটে যাওয়ার নাম সায়ি।

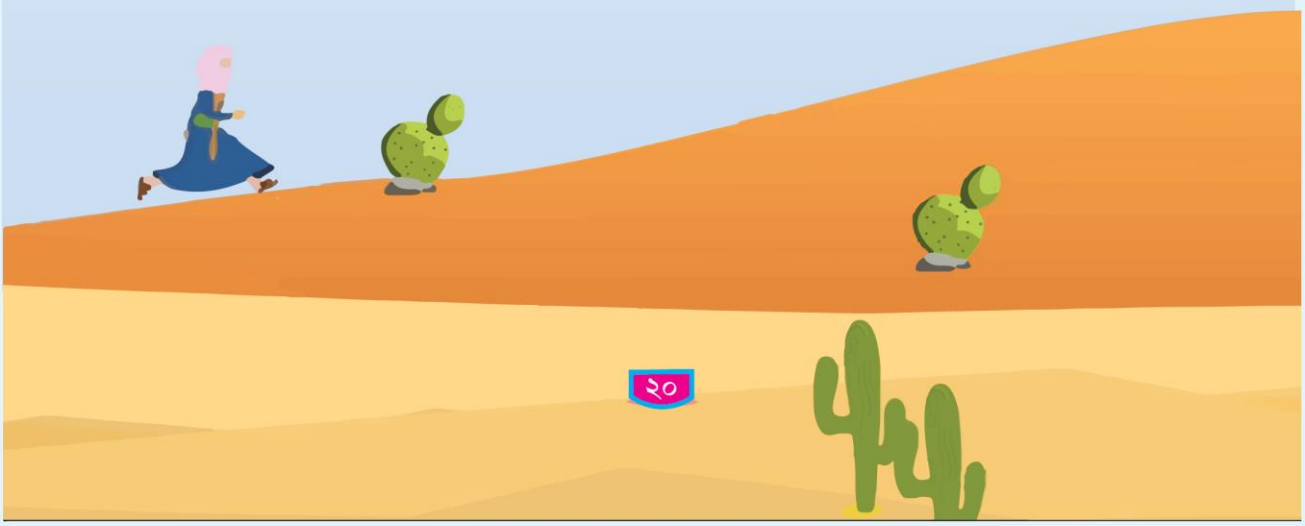

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৬

ইউসুফ

আলাইহিস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

ইউসুফ আলাইহিস সালাম

সে অনেক কাল আগের কথা।

মিশরের পাশে কেনানে আল্লাহর একজন নবি ছিলেন। তাঁর নাম ছিল ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের একজন। তাঁর আরেক নাম ছিল ইসরাইল। ইসরাইল শব্দের অর্থ হলো–'আল্লাহর বান্দা'।

ইয়াকুব আলাইহিস সালাম একাধিক বিয়ে করেছিলেন। এক স্ত্রীর ঘরে তাঁর দশটি ছেলে ছিল। পরে আরেক স্ত্রীর ঘরে তাঁর আরও দুটি ছেলে হলো। দুই ছেলের মধ্যে বড়োটির নাম ইউসুফ আর ছোটোটির নাম বেনিয়ামিন।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন দেখতে খুবই সুন্দর। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনো মানুষ এত সুন্দর ছিল না। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মিরাজে গেলেন, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখতে পেয়েছিলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–'ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো সুন্দর মানুষ আমি আর দেখিনি।'

যখনকার কথা বলছি, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুব ছোটো। কতই-বা হবে বয়স, এই ধরো সাত-আট বছর।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে গিয়ে বেশি বেশি আল্লাহর ইবাদত করতেন। তাঁর কাছে দুআ করতেন। তাঁর সাহায্য চাইতেন।

জেলে থাকা অন্য বন্দিরা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে খুব পছন্দ করত। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যবহারে তারা ছিল মুগ্ধ। তাদের সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুব সুন্দর ব্যবহার করতেন। ভালোবেসে তাদের কাছে টানতেন। মন দিয়ে তাদের কথা শুনতেন। তারা বুঝত, এই মানুষটা কোনো সাধারণ বন্দি নন। তিনি একজন মহামানব।

একদিন জেলখানায় থাকা দুই বন্দি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। মানুষ ঘুমের মধ্যে তো অনেক কিছুই স্বপ্ন দেখে। কিন্তু দুই বন্দি কোনোভাবেই তাদের স্বপ্নের কথা ভুলতে পারছিল না। তাদের মনটা অস্থির হয়ে উঠল।

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৭

মুসা

আলাইহিস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

মুসা আলাইহিস সালাম

কত সুন্দর এই পৃথিবী!

সবুজ গাছ, রং-বেরঙের ফুল, নানা রকমের পশু-পাখি আরও কত কি! আরও আছে নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর। রাতের বেলা খোলা আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা দেখা যায়। তার মাঝে চাঁদের মিষ্টি আলো আমাদের মন ভরিয়ে দেয়।

চোখ মেললেই আমরা এই সবকিছু দেখতে পাই। আচ্ছা বলো তো, এ সবকিছু যিনি বানিয়েছেন, সেই আল্লাহকে কি এই দুনিয়ায় দেখা সম্ভব? তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব?

উহু, মোটেও সম্ভব নয়। কারণ, আল্লাহ হলেন নুর। সেই নুরের আলো আমরা এই দুনিয়ায় দেখতে পারব না। দেখতে গেলে আমরা পুড়ে ছাই হয়ে যাব। দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলা যায় না। আমরা আল্লাহকে ডাকলে তিনি আমাদের সব কথা শোনেন। জবাব দেন। তবে, আমরা আল্লাহর কথা শুনতে পাই না।

ফেরাউনের শাস্তি

এদিকে আল্লাহ ওহির মাধ্যমে মুসা আলাইহিস সালামকে এই খবর জানিয়ে দিলেন। আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন বনি ইসরাইলের লোকদের সাথে নিয়ে রাতেই মিশর ত্যাগ করেন।

মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের সবাইকে প্রস্তুতি নিতে বললেন। তারপর রাত একটু গভীর হলে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ–সবাই মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গী হলো।

বনি ইসরাইলের লোকদের ঘোড়া কিংবা গাড়ি তেমন একটা ছিল না। পায়ে হাঁটাই একমাত্র ভরসা। সবাই খুব দ্রুত পথ চলতে লাগল। যে করেই হোক, রাতের মধ্যেই মিশর ছেড়ে যেতে হবে–যাতে ফেরাউন কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

এদিকে এ খবর ফেরাউনের কানেও গেল। ফেরাউন তার সৈন্য-সামন্ত, দলবল নিয়ে মুসা আলাইহিস সালামের পিছু নিল।

মুসা আলাইহিস সালাম চলতে চলতে হাজির হলেন লোহিত সাগরের পারে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। বনি ইসরাইলের লোকেরা লক্ষ করল, সামনে বিশাল সাগর। পেছনে মেঘের মতো গর্জন করে ফেরাউনের দলবল ছুটে আসছে। কোনো দিকে যাওয়ার জায়গা নেই। বাঁচার কোনো পথ নেই।

প্রাণভয়ে তারা কান্নাকাটি শুরু করে দিলো। এই কঠিন অবস্থায় ফেলার জন্য কেউ কেউ মুসা আলাইহিস সালামকেই দোষারোপ করতে লাগল।

মুসা আলাইহিস সালাম তাদের কথায় বিন্দুমাত্র ঘাবড়াননি। তিনি তাদেরকে বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না। আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন। আল্লাহই আমাদেরকে এই কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন।'

মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দুআ করলেন।

আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালামকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করেন। মুসা আলাইহিস সালাম তা-ই করলেন।

এ সময় অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল।

বনি ইসরাইলের লোকেরা অবাক হয়ে দেখল, হঠাৎ করে সাগরের পানি দুদিকে সরে গেল। তার ঠিক মাঝখানে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত বিরাট একটা রাস্তা। সে রাস্তা এত সুন্দর, এত মসৃণ, যে কেউ হেঁটে হেঁটে সাগর পাড়ি দিয়ে ওপারে চলে যেতে পারবে।

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৮

দাউদ ও সোলায়মান

আলাইহিমাস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

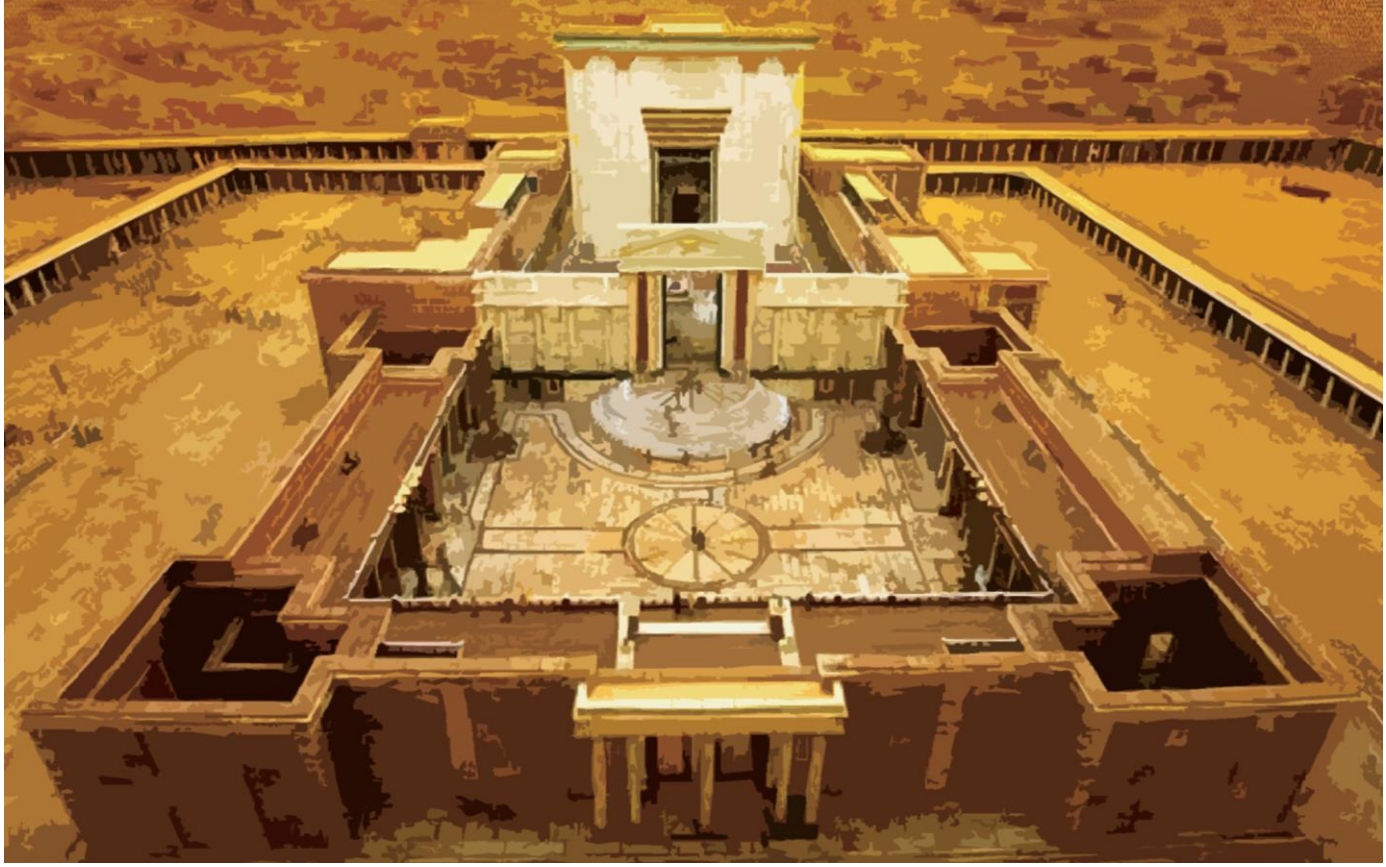

দাউদ আলাইহিস সালাম

মুসা আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর আরও অনেক বছর পার হয়ে গেল।

বনি ইসরাইল জাতির কাছে আরও অনেক নবি এসেছিলেন।

তোমরা কি জানো, পৃথিবীতে মোট নবির সংখ্যা কত? অনেকেই বলেন ১,২৪,০০০। আবার কেউ বলেন নবির সংখ্যা তার চাইতেও বেশি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মোট ২৫ জন নবির কথা বলেছেন। বুঝতেই পারছো, এর বাইরে আরও অনেক অনেক নবি এসেছেন। সবার নাম আমরা জানি না। আল্লাহ আমাদের জানাননি।

মুসা নবির পরে বনি ইসরাইল জাতি আরও অনেক দিন পর্যন্ত তাদের দেশে খুব ভালো ছিল। সুখে ছিল, শান্তিতে ছিল। তারা নিজেরাই তাদের দেশ শাসন করত।

কিন্তু এরপর ধীরে ধীরে তারা আবার নবিদের শিক্ষা ভুলে গেল। নানা রকম পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ল।

এ সময় আমালেকা বংশের রাজা জালুত তাদের দেশ দখল করে নিল। বনি ইসরাইল বংশের তখন খুব খারাপ সময়। রাজ্যে তাদের কোনো মান-মর্যাদা নেই, সম্মান নেই। নতুন রাজা তাদের ওপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করত; ঠিক ফেরাউনের মতো।

সে সময় তাদের মাঝে একজন নবি ছিলেন। নবি তাদেরকে সব সময় আল্লাহর কথা বলতেন। আল্লাহর পথে চলতে উৎসাহ দিতেন।

বনি ইসরাইলের মানুষেরা নবির কাছে এসে খুব কান্নাকাটি করত। বলত–'আপনি তো জানেন, আমরা কত খারাপ অবস্থায় আছি! আল্লাহকে বলুন, তিনি যেন আমাদের জন্য একজন নেতা পাঠান। সেই নেতার সাথে মিলেমিশে আমরা যুদ্ধ করব। রাজা জালুতকে যুদ্ধে হারিয়ে আবার আমরা দেশ শাসন করব। আবার সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনব।'

বনি ইসরাইলের মধ্যে একজন খুব ভালো মানুষ ছিলেন। তাঁর নাম তালুত। তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক। সব সময় তিনি আল্লাহর কথা মানতেন। মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। সব ধরনের পাপ কাজ থেকে দূরে থাকতেন। লোকেরা তাঁকে জ্ঞানী মানুষ হিসেবেই জানত। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী পুরুষ। যেমন তাঁর শরীর, তেমন তাঁর স্বাস্থ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন খুব গরিব, খুবই সাধারণ।

ছোটোদের নবি সিরিজ ০৯

ইউনুস ও ঈসা

আলাইহিমাস সালাম

সামছুর রহমান ওমর

ইউনুস আলাইহিস সালাম

অনেক নবির গল্পই তো হলো। এবারে আমরা শুনব–'মাছওয়ালা' নবির কাহিনি।

তোমরা ভাবছো, মাছওয়ালা নবি? সে আবার কী?

এখন যে নবির গল্প বলতে যাচ্ছি, তার সাথে একটা মাছের গল্প আছে।

অনেক দিন আগের কথা। ইরাকের মসুল শহরের কাছে একটা গ্রাম ছিল। তার নাম নিনাওয়া।

ঈসা আলাইহিস সালাম

মারইয়াম আলাইহিস সালামের কথা

বলো তো এখন কোন সাল?

আমি যখন তোমাদেরকে এই গল্প বলছি, তখন চলছে ২০২০ সাল। এবারে বলো তো, সালটা ২০২০ কেন? ২০০ হতে পারত, ৩০০ হতে পারত। তা না হয়ে ২০২০ কেন?

কি, আসলেই ভাবনার বিষয়, তাই না? ঠিক আছে, তোমরা ভাবতে থাকো। ভেবে ভেবে বলো, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কী হতে পারে।

ততক্ষণে চলো, আমরা ঈসা আলাইহিস সালামের গল্প-কাহিনি শুনে আসি। গল্প শেষে আমি নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেবো। তখন তোমাদের ভেবে রাখা উত্তরের সাথে সঠিক উত্তর মিলিয়ে নেবে, কেমন?

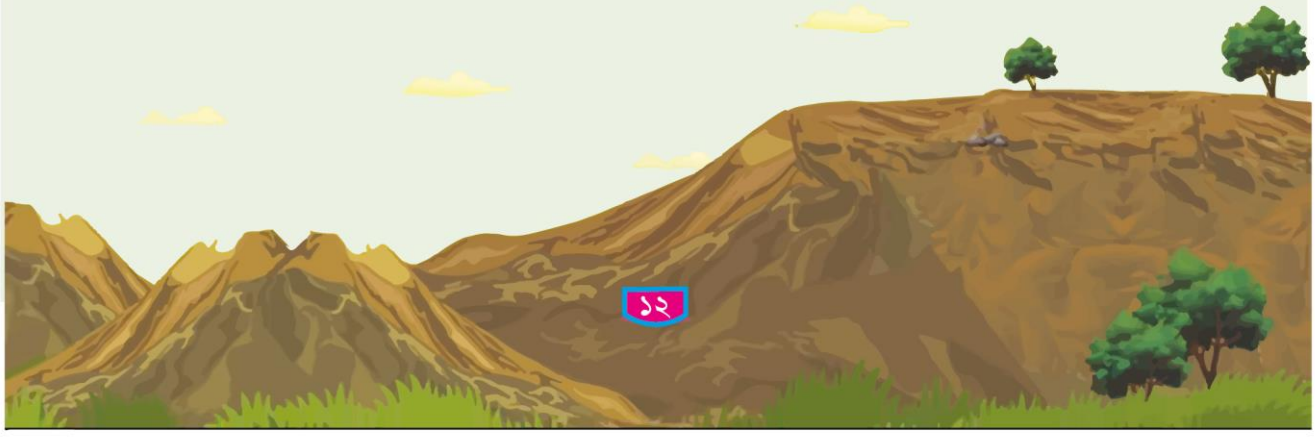

ছোটোদের নবি সিরিজ | ১০

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সামছুর রহমান ওমর

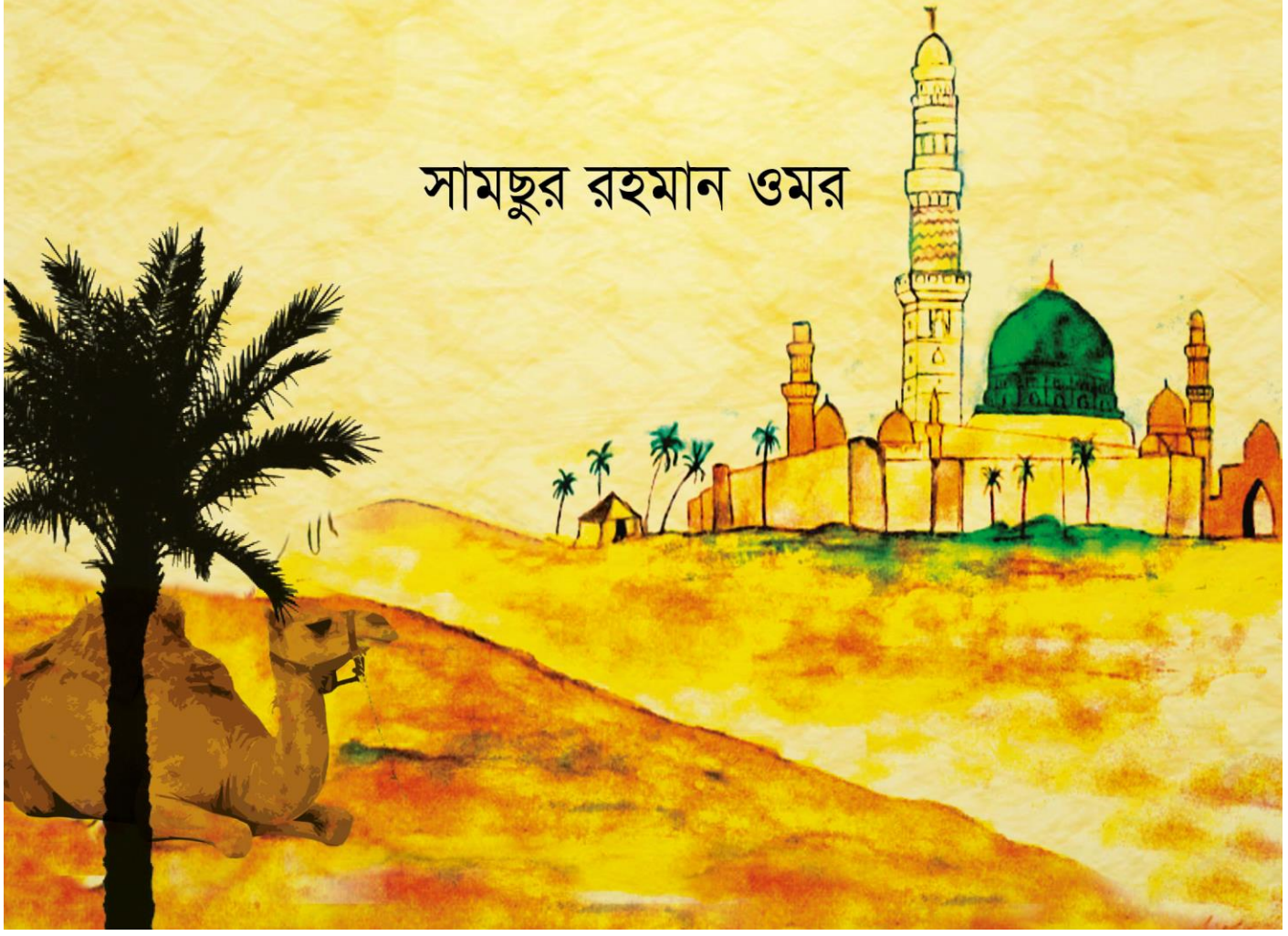

প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হাতি ও আবাবিল পাখির গল্প

আমরা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের কাহিনিতে জেনেছি, ইবরাহিম ও ইসমাইল আলাইহিমাস সালাম মিলে কাবা শরিফ নির্মাণ করেছিলেন। সেই থেকে মানুষজন বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে এখানে এসে হজ করত। কাবা শরিফ তাওয়াফ করত।

তোমরা কি ইয়েমেনের নাম শুনেছো? ইয়েমেন একটা দেশের নাম। সৌদি আরবের পাশেই এই সুন্দর দেশটি রয়েছে।

সে সময় ইয়েমেনের রাজার নাম ছিল আবরাহা। আবরাহা ছিল অনেক অহংকারী এক শাসক।

একদিন আবরাহা ভাবল, মানুষ দলে দলে কাবা শরিফে যায়। তাওয়াফ করে। আমিও একটা সুন্দর করে বাড়ি বানাব। তারপর মানুষকে বলব–'এই বাড়িতে এসে তাওয়াফ করো।'

যেই ভাবা সেই কাজ!

মহানবির জন্ম

আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কুরাইশ বংশের সর্দার। মক্কার মানুষজন কুরাইশ বংশের লোকদের খুব সম্মান করত।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল দশ ছেলে। তাঁদের মধ্যে সবচাইতে ছোটো ছেলের নাম ছিল আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত গুণী একজন মানুষ। তাঁর সুন্দর চরিত্রের কারণে তাঁকে সবাই পছন্দ করত। আব্দুল মুত্তালিবও আবদুল্লাহকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁকে কাছে কাছে রাখতেন।

মক্কায় 'বনু জুহাইরা' নামে আরেকটা বংশ ছিল। এই বংশের লোকদেরকেও মানুষ অনেক সম্মান করত। সেই বংশের প্রধানের নাম ছিল ওয়াহাব বিন আবদে মানাফ। তাঁর একটা মেয়ে ছিল; নাম আমিনা।

একদিন ধুমধাম করে আবদুল্লাহর সাথে আমিনার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কিছুদিন পর আবদুল্লাহ ব্যাবসার কাজে মক্কার বাইরে গেলেন। ফেরার পথে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। একপর্যায়ে মদিনাতে তাঁর মৃত্যু হলো।

আবদুল্লাহর মৃত্যুর কিছুদিন পরে আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হলো। তিনি সেই 'হাতির বছরে' রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল সোমবার।

নাতি হওয়ার সংবাদে আব্দুল মুত্তালিব খুব খুশি হলেন। তিনি নাতির নাম রাখলেন মুহাম্মাদ– যার অর্থ প্রশংসিত।

জিবরাইল ফেরেশতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শক্ত করে বুকের সাথে চেপে ধরলেন। তারপর আবার বললেন–'পড়ুন'।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার বললেন–'আমি পড়তে পারি না।'

তখন ফেরেশতা জিবরাইল আবার তাঁকে বুকের সাথে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর আবার বললেন–'পড়ুন'।

রাসূল এবারও বললেন–'আমি পড়তে পারি না।'

ফেরেশতা রাসূলকে আরও জোরে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। তারপরে বললেন–'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে–যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন...'

এভাবে তিনি সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে গেলেন। সূরা আলাক হলো পবিত্র কুরআনের নাজিলকৃত প্রথম সূরা।

প্রথম ওহি নাজিল হওয়ার কারণে সেই পাহাড়ের নাম দেওয়া হয় জাবালে নুর। আরবিতে জাবাল শব্দের অর্থ পাহাড়, আর নুর মানে আলো। জাবালে নুর মানে আলোর পাহাড়। যেহেতু এই পাহাড়ে প্রথম ওহি তথা আলোর সূচনা হয়, সেহেতু এর নাম রাখা হয় জাবালে নুর।

বিদায় হজ

হিজরি দশম বছরে প্রায় লক্ষাধিক সাহাবি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু হজ পালন করলেন। আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন–'হে মানুষেরা! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। সুদ খাবে না, ঘুস খাবে না। অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ ভোগ-দখল করবে না। সব সময় সত্য কথা বলবে।

হে মানুষেরা! তোমরা নারীদের সাথে ভালো আচরণ করবে। ইয়াতিমের হক সঠিকভাবে আদায় করবে। ক্রীতদাস ও চাকর-বাকরদের সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তোমরা যা খাবে, তা-ই তাদের খাওয়াবে। যা পরবে, তাদেরকে তা-ই পরতে দেবে। মনে রাখবে, তারাও তোমাদের মতো মানুষ।'

তিনি আরও বললেন–'আমি তোমাদের কাছে দুটো বিষয় রেখে যাচ্ছি : আল কুরআন ও হাদিস। তোমরা সঠিকভাবে এ দুটো বিষয়ের অনুসরণ করবে। তাহলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাবে। পরকালে পাবে চির সুখের জান্নাত।'

কথা শেষ হলে তিনি থামলেন। তারপর সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন–'আমি কি আল্লাহর বিধান তোমাদের কাছে ঠিকভাবে পৌঁছাতে পেরেছি? আমি কি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পেরেছি?'

উপস্থিত সবাই বললেন–'জি...পেরেছেন।'

তিনি আকাশের দিকে মুখ করে বললেন–'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।'

এটাই ছিল মহানবির জীবনের শেষ হজ। ইতিহাসে তাই এটা 'বিদায় হজ' নামে পরিচিত।